

الله

الله

মানচিত্রের ধারায় আকর্ষণীয় ছকের সাহায্যে



অকল্পনীয় সহজ পত্রায়

পূর্বিক কুরআন ও পূর্ণক গীতের মৌলিক শিক্ষা



কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে অত্র কিতাবের লিখক

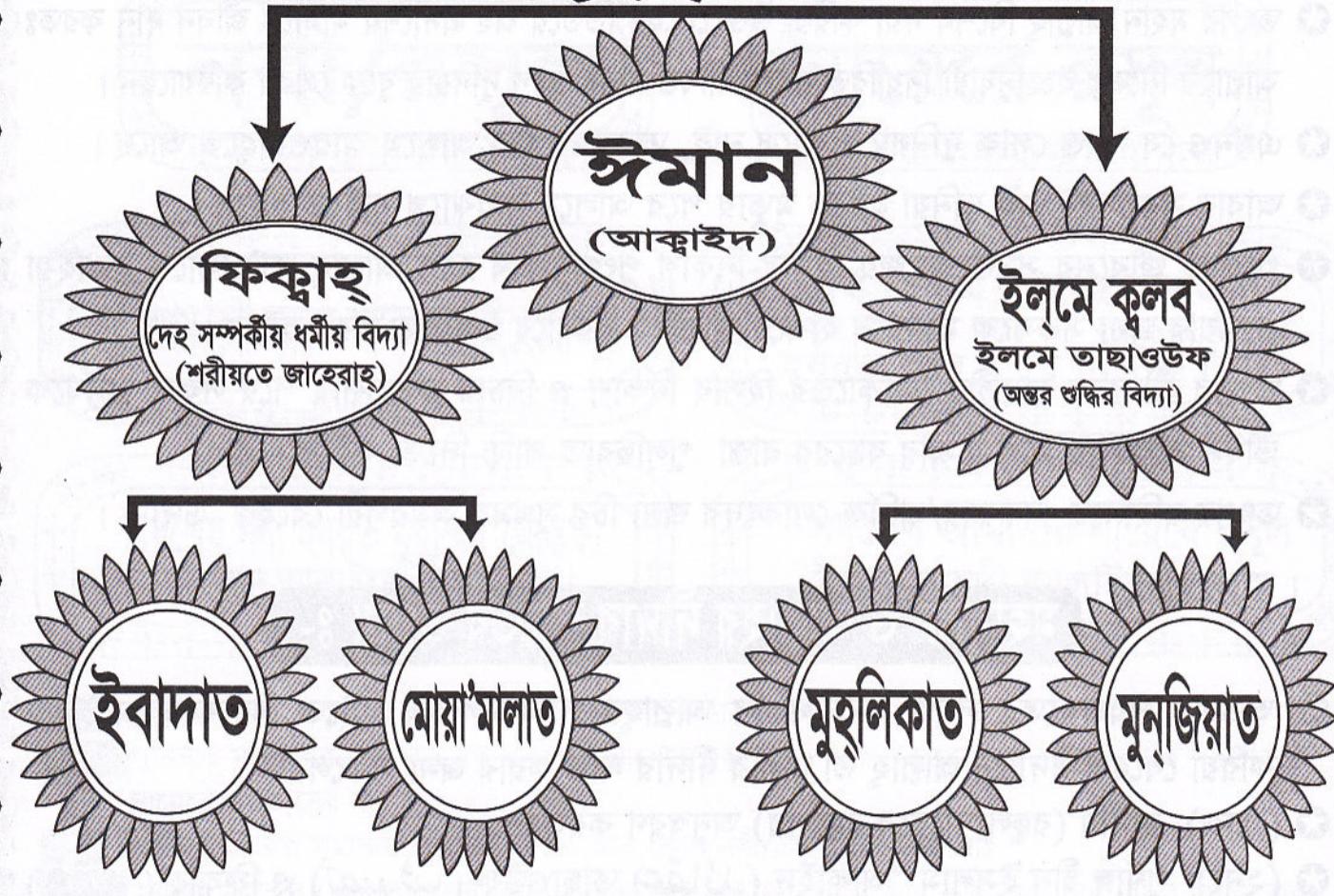
মুজাদিদে আ'জম, নায়বে রচুল, হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব (রাঃ)

প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং দ্বীন শিক্ষা ও প্রচার কায়েমের বিশেষ কর্মসূচীয়-
লিখক যথাক্রমে মুজাদিদে আ'জম, (রাঃ) এর বিশিষ্ট খলিফা ও সুযোগ্য সভান-

আল্লামা শাহ মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ ও আল্লামা শাহ মোঃ আব্দুশ শাকুর ছাহেবদুর

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السَّلَامِ كَافَةً - طَلْبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ
হে ঈমানদারগণ! ইসলামের ভিতরে পূর্ণতাবে দাখিল হও। (আল-কুরআন)
প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ইলমে ধীন শিক্ষা করা ফরজ (আল-হাদীস)

পূর্ণাঙ্গ ধীন ইসলাম



আলিমাহ
বান্দার মধ্যে
সম্পর্ক যুক্ত
বিষয়ের
ইলম।

(আলিমাহ হক)

মানুষ ও অন্যান
মাখলুকতের (বিশ্ব জগতের)
মধ্যে সম্পর্ক্যুক্ত কর্মানুষ্ঠান,
ব্যবহার, এক আদায় ও
পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
সম্পর্কীয় ইলম।
দৈহিক, পারিবারিক
সামাজিক, রাষ্ট্রীয়,
আন্তর্জাতিক ও বিশ্ব বিধান।

(সৃষ্টির হক)

মানবতা বিধ্বংশী ও
পরজগতে বিনাশ
সাধনকারী অন্তর
জাত কু-রিপু
সম্পর্কীয় ইলম।

(অসৎ স্বভাব বর্জন)

পরিত্রাণকারী
মহৎ
গুণবলী
সম্পর্কীয়
ইলম।

(সৎ স্বভাব অর্জন)

পূর্ণাঙ্গ দীন ইসলাম

ফিক্হ
শরীয়তে জাহেরাত

ঈমান
(আক্ষুইদ)

ইলমে কলব
ইলমে তাছাওউফ

ইবাদাত

মোয়াবালাত

মুহলিকাত

মুনজিয়াত

১। ইলম (বিদ্যা)

(বিদ্যা শিক্ষা এবং প্রচার গৎ)

২। আক্ষুইদ (ঈমান)

(ঈমান সম্পর্কীয় ইলম)

৩। তৃহারাত (পবিত্রতা)

(চক্ষু (পর্দা) কর্ণ গং সহ জাহেরী এবং
বাতেনী মোট চার প্রকার তৃহারাত)

৪। নামাজ

(সম্পর্কীয় ইলম)

৫। জাকাত

(সম্পর্কীয় ইলম)

৬। রোজা

(সম্পর্কীয় ইলম)

৭। হজ্ঞ

(সম্পর্কীয় ইলম)

৮। তেলোওয়াতে কোরআন

(সম্পর্কীয় ইলম)

৯। জিকির ও দোয়া

(সম্পর্কীয় ইলম)

১০। তারতীবুল আওরাদ

(দেনন্দিন কর্তব্য কার্যের ধারাবাহিক
সময় নির্ধারণ সম্পর্কীয় ইলম)

১। খানা পিনা

(সম্পর্কীয় ইলম)

২। নিক্হাত (পর্দা)

(বিবাহ সম্পর্কীয় ইলম)

৩। রোজগার

(উপার্জন সম্পর্কীয় ইলম)

৪। হালাল-হারাম

(বৈধ-অবৈধ সম্পর্কীয় ইলম)

৫। দুষ্টি-ছোহবাত

(বন্ধুত্ব ও সংগঠন সম্পর্কীয় ইলম)

৬। নির্জন বাস

(সম্পর্কীয় ইলম)

৭। ছফ্র

(অমন সম্পর্কীয় ইলম)

৮। পিতা-মাতা সন্তান গং হক

(সম্পর্কীয় ইলম)

৯। আত্মীয় স্বজন

ইয়াতীম, মিছকীন, প্রতিবেশী, পথিক
ধনী দরিদ্র, রাজা-প্রজা রাজনীতি গং ও
অন্যান্য যাবতীয় স্থিতি হক (জীবন বিধান)

১০। পীর (মোর্দে) ও মুরীদের হক

(গুরুদ ছাত্রের হক সম্পর্কীয় ইলম)

১। কেব্র (অহংকার)

(স্তর, হকুম ও চারটি ধারা)

২। হাচাদ (হিংসা)

(চারটি ধারা সম্পর্কীয় ইলম)

৩। বোগজ (অন্তরে শক্তি)

(চারটি ধারা সম্পর্কীয় ইলম)

৪। গজৰ (রাগ-গোক্ষা)

(চারটি ধারা সম্পর্কীয় ইলম)

৫। গীবত (পর নিদা)

(অসাক্ষাতে দোষ বর্ণনা)

হারাম, মুহার, ওয়াজিব)

৬। হেরছ

(লোভ লালসা)

৭। কেজ্ব

(মিথ্যা কথা বলা)

৮। বোখল (ক্রপনতা)

(শরীয়তের বিধান মতে মাল খরচ করতে দেলে
ন চাওয়া। ইসলামী অর্থনীতি মোতাবেক মাল
খরচের তিনটি বিশেষ ধারা আছে।)

৯। রিয়া (লোক দেখানো বন্দেগী)

রিয়া ৬ প্রকার, উহার প্রকাশ ভঙ্গ ৫ প্রকার

১০। গুরুর বা মোগালাতা

(অন্তরের ভূল ধারনা সম্পর্কীয় ইলম)

১। তাওবাত

(জাহেরী ও বাতেনী তুলনার
হাইতে ফিরিয়া আবায়।)

২। ছবর (ধৈর্য)

(তিনটি বিশেষ স্তর আছে।)

৩। শোক্র (ক্রতজ্জ্বতা)

দেল, চক্ষু, কর্ণ, শক্তি, মাল
গং মাধ্যমে শোকর আদায়।।

৪। তাওয়াক্তুল

(সম্পর্কীয় ইলম)

৫। ইখলাত

(সম্পর্কীয় ইলম)

৬। খাওফ

(আল্লাহকে ভয় করা)

৭। রজা

(ক্ষমা ও বেহেতের আশা)

৮। মুহাবত

১। আল্লাহ ২। রচুল (সঃ)
৩। আল্লাহর পথে জিহাদ এই তিন জিনিসের
মুহাবত সবচেয়ে বেশী হতে হবে।

৯। মোরাকাবা

(সম্পর্কীয় ইলম)

১০। মোহাহাবা

(পূর্ণাঙ্গ ধীনশিক্ষা ও আমলের হিসাব গ্রহণ)

আখেরাতের পথ প্রদর্শনকারীগণ (হাদী)

নবী/রসূল

নায়েবে রসূল

সর্ব প্রথম নবী হ্যরত আদম আলাইহেছালাম

সর্ব প্রথম নায়েবে রসূল
(অর্থাৎ বিশ্ব নবী (ছঃ) এর পরে ১নং খলীফা)
হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)

**সর্বশেষ নবী হ্যরত মুহাম্মদ মোস্তফা
ছল্লাভ আলাইহে ওয়া ছালাম।**

সর্বশেষ জামানার নায়েবে রসূল
ইমাম মাহদী আলাইহেছালাম।

প্রশ্নঃ দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় বন্ধু এবং বড় শক্তি কাহারা?

উত্তরঃ দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় বন্ধু রাচুল ও নায়েবে রচুলগন। আর সবচেয়ে বড় শক্তি ইবলীছ শয়তান ও নায়েবে শয়তানের দল।

প্রশ্নঃ বিশ্ব নবী হ্যরত মুহাম্মদ (ছঃ) এর পরে আর কোন নবী/রসূল হইবে কি না?

উত্তরঃ হ্যরত মুহাম্মদ (ছঃ) সর্ব শেষ নবী। তাঁহার পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কাহাকেও নবী/রচুল নিযুক্ত করা হইবেনা। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন নায়েবে রসূল আলহাজু হ্যরত মাওলানা শাহ মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ সাহেবের লিখিত “রদ্দে কাদিয়ানী” প্রথম খণ্ড।

প্রশ্নঃ বিশ্ব নবী হ্যরত মুহাম্মদ (ছঃ) যখন সর্ব শেষ নবী এবং তাঁহার পরে নতুন ভাবে আর কাহাকেও নবী/রচুল নিযুক্ত করা হইবেনা, তা হলে কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন হাদীসের সঠিক ইলম কাহারা প্রচার ও শিক্ষা দিবেন? এবং নবী/রসূলগণের পরবর্তী মর্তবা কাহাদের জন্য?

উত্তরঃ বিশ্ব নবীর পরে কিয়ামত পর্যন্ত আখেরাতের সঠিক পথ প্রদর্শক হইবেন ফিকাহ ও তাছাওউফ এবং কোরআন-হাদীছ তত্ত্ববিদ খাঁটি কামেল আলেম সমাজ। কেননা নবী করীম (ছঃ) বলিয়াছেন (খাঁটি হক্কানী) আলেমগণই আম্বিয়ায়ে কিরামগণের উত্তরাধিকারী।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠকরুন মুজাদ্দিদে আ'য়ম (রাঃ) এর লিখিত কিতাব-এজ্হারে হক ৫ম খণ্ড ও ইচ্ছাহে কুলব। (লিখকঃ- প্রকাশকবৃন্দ)

জরুরী ব্যাখ্যা এবং মহামুক্তি ও আল্লাহর দীদার লাভের উপায়

- ★ এই দুনিয়ায় আসার পূর্বে মানুষ কৃত্তি অবস্থায় আলমে আরওয়াহতে ছিল। ★ আর উক্ত অবস্থায় দৈহিক ভাবে মানুষের কোন নাম নিশানা ও কোন অস্তিত্ব ছিল না।
- ★ অতপর আল্লাহর ইচ্ছায় এক পর্যায়ে মায়ের পেটে দেহ তৈরির পরে বেশ কিছুদিন যাবৎ উক্ত মানুষ সম্পূর্ণ মুর্দা অবস্থায় ছিল।
- ★ তৎপর মহান আল্লাহ বিশেষ দয়া করিয়া উক্ত দেহের ভিতরে রুহ প্রদানের মাধ্যমে জীবন দান করতঃ আল্লাহর নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারিত সময়ে জীবন্ত মানুষ রূপে দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করিয়াছেন।
- ★ এখনও যে সমস্ত লোক দুনিয়াতে আসে নাই, তাহাদের রুহ আলমে আরওয়াহতে আছে।
- ★ আবার সকলেরই এই দুনিয়া হইতে মৃত্যুর পরে আলমে বারবাখে যাইতে হইবে।
- ★ অতপর জীবনের সমস্ত কাজের হিসাব-নিকাশ পুঁখানুপুঁখ রূপে আল্লাহ তা'য়ালাকে বুবাইয়া দেওয়ার জন্য সকলকে ময়দানে হাশরে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হইবে।
- ★ তৎপর জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব নিকাশ ও বিচার ফয়ছালার পরে সকল মানুষকে ভীষণ সংকটময় ত্রিশ হাজার বছরের রাস্তা পুল্চিরাত পাড়ি দিতে হইবে।
- ★ তৎপর রহিয়াছে নেক্কার/ধার্মিক লোকদের জন্য চির সুখময় অমরপুরী বেহেস্ত উদ্যান।

মহামুক্তি ও আল্লাহর দীদার লাভের উপায় :-

- ★ অতএব পরজগতের সমস্ত মনবিলগুলি আল্লাহর লাভ গজব হইতে নিরাপদে অতিক্রম করিয়া বেহেস্ত উদ্যানে আল্লাহ তা'য়ালার দীদার লাভ করার জন্য সকলেরই-
- ★ (১নং) হাদীর (রচুল/নায়েবে রচুলের) অনুস্মরণ করতঃ-
- ★ (২নং) পুর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম “আক্তাইদ (عَقَادَة) তাছাওউফ (تصوُف) ও ফিক্কাহ (فِقْه) শিক্ষা করিয়া আমল করিতে হইবে এবং-
- ★ (৩নং) দ্বীন রক্ষা ও বিস্তারের জন্য বিধান অনুযায়ী মালী বন্দেগী ও শক্তিপরিমাণ অন্যান্য সাহায্য-সহযোগিতা ও সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা (সংগ্রাম-জিহাদ) করিতে হইবে।
- ★ বর্ণিত তিনও পর্যায়ের অপরিহার্য মহা কর্তব্য সম্পর্কে কোরআন হাদীসের বিভিন্ন যায়গায় বিশেষ জোড় তাকীদের সহিত উল্লেখ আছে।
- ★ মহান আল্লাহ সকলকে উপরোক্ত কর্তব্যসমূহ সঠিকভাবে পালন করতঃ আখেরাতের মহামুক্তি ও আল্লাহর দীদার লাভের সম্বল সংগ্রহ করার তৌফিক দান করেন। আমীন-

ইতি:- শাহ মোঃ আবদুশ শাকুর

আলমে আরওয়াহ্ থেকে বেহেস্ত পর্যন্ত ছফরের গবেষনা মূলক শিক্ষা

كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمْيِتُكُمْ ثُمَّ يُخْيِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

কেমন করিয়া তোমরা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস ও না শুক্রী করিতেছ, অথচ তোমরা ছিলে মৃত। তৎপর তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিলেন। আবার তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু মুখে পতিত করিবেন। আবার তিনি তোমাদিগকে (কবরে) জীবিত করিবেন। অতপর তাঁহারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। (আল-কোরআন)

جَنَّاتٍ
বেহেস্ত

جَنَّةٍ
দোজখ

مَحَشَّرٍ
ময়দানে হাশর

৫০,০০০ হাজার বছর
৪০ টা দুনিয়ার সমান

عَالَمٌ أَرْوَاحٌ
আলমে আরওয়াহ্
এই সমূহের জগত

عَالَمٌ دُنْيَا
আলমে দুনিয়া
ইহ জগত

৩০
হাজার বছরের রাস্তা
প্ৰাপ্তি

প্ৰাপ্তি
জীবন এ রুল

عَالَمٌ بَرْزَخٌ
আলমে বারবাখ
কবর জগত

اَنَّ هَذَا الْعِلْمُ دِيْنٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِيْنَكُمْ (مسکم شریف)
মূল অর্থ :- নিচয় এই ইলেমই হইয়াছে দীন, কাজেই তোমরা কাহার কাছে দীন
শিক্ষা করিতেছ তাহাকে তদন্ত (অনুসন্ধান) করিয়া দেখ, সে কামেল না নাকেছ।

আলেম

কামেল
(খাঁটি)

ফিক্কাহ ও
তাছাওউফ
তত্ত্ববিদ এবং
কিতাবী শর্ত
বিশিষ্ট

নায়েবে
রচুল

(অনুবর্ন করিলে)
বেহেস্ত

*আলেমগন আব্দিয়ারে
কেরামগনের উত্তরাধিকারী

(আল হাদীস)

*আলেমগনই শ্রেষ্ঠ, আলেমগনই নিকৃষ্ট

(অর্থাৎ আলেম সমাজ প্রথমত দুই ভাগে বিভক্ত ভাল ও মদ্দ)

(প্রমাণে আলহাদীস)

*যেই ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় মৃত্যু
বরন করিল যে, সে তাহার
যুগের ইমামের (নায়েবে
রসুলের) পরিচয় লাভ করে নাই,
সে যেন জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরন
করিল। (আল হাদীস)

*যাহার পীর নাই (অর্থাৎ আল্লাহকে
পাওয়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ দীন বিশেষত
তাছাওউফ হাচিলের উদ্দেশ্যে কিতাবী শর্ত
বিশিষ্ট কামেল মোর্শেদ / কামেল শিক্ষক
গ্রহণ করিতে রাজি নহে)

শয়তানই তাহার পীর।

তাফসীরে রহস্য বয়ান ১ম খন্দ ২৩৬পঃ
ও রেছালায়ে মক্কীয়া।

*আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ
করেন, কশিনকালেও তাহার
জন্য কোন খাঁটি হাদী (মোর্শেদ)
মিলিবেন।

প্রমাণে সূরায়ে কাহাফ।

নাকেছ
(জাল)

ইল্মে
কৃলব
(ইল্মে-
তাছাওউফ)
বিহীন

(কামেল সাজিলে)
নায়েবে
শয়তান

(অনুবর্ন করিলে)
দোয়খ

বেদ্যাতের শ্রেণী বিভাগ

হারাম- বেদ্যাত

যথা :-
জাবরিয়া গং ভান্ত
মতবাদ সৃষ্টিকরা

ওয়াজেব-

বেদ্যাত যথা :-
কোরআন কিতাব বুরার
জন্য নাহ ছরফ
অর্থাৎ প্রচলিত আরবী
ব্যাকরন শিক্ষা করা

বেদ্যাত পাঁচ প্রকার

শামী কিতাব প্রথম খন্ড নতুন
ছাপা ৫৬০ পৃঃ, মাযাহেরে
হক প্রথম খন্ড পুরানো
ছাপা ৭০পৃষ্ঠা

মোস্তাহাব-

বেদ্যাত যথা :-
বীন শিক্ষার জন্য
সতত্ত্ব ঘর তৈরি
করা।

মোবাহ-

বেদ্যাত যথা :-
নুতন আবিস্কৃত
উভয় খাদ্য ও
উভয় পোষাক।

মাকরুহ তান্বীহ-

বেদ্যাত যথা :-
মসজিদে ও কোরআন
শরীফে নকসা ও ফুল
অংকন করা।

রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর পরবর্তী সময়ে যাহা কিছু সৃষ্টি হয়েছে উহাকে
বেদ্যাত (নব আবিস্কৃত) বলা হয়। মাযাহেরে হক প্রথম খন্ড পুরানো ছাপা
বাবুল ই'তেছাম বিল কিতাব ওয়াছচুন্নাহ অংশে ৭০পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(প্রচারে :- মুজাদ্দিদে আজম (রঃ) এর থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার আলোকে প্রকাশকর্তৃ)

জিক্ৰ গ্লোহ

আল্লাহৰ স্বরণ
(জিকিৰ)

জিক্ৰ বিললিছান

(আল্লাহৰ তায়ালাকে
জৰান দ্বাৰা মৌধিক
ভাবে স্বৱণ কৰা।)

জিক্ৰ বিত্তুয়াত

পৰ্ণাঙ্গ দীন শিক্ষা ও
আমলেৰ মাধ্যমে
আল্লাহৰ তায়ালাকে
স্বৱণ কৰা।

জিক্ৰ বিল্কুলৰ

প্ৰতিপালক আল্লাহকে অস্তৱ
দ্বাৰা স্বৱণ কৰা (মোৱাকাবা)
(তাফাকুৰ)

বৰ্তমান দুনিয়ায় প্ৰচলিত
চিঃত্যিয়া, ক্ষাদৰিয়া গং বিভিন্ন
তৱীকাৰ নফল জিকিৰ,
তাছবীহ, অজীফা ও দুৱাদ
শৱীক ইত্যাদি পাঠ কৰা।

(মোস্তাহাব)

আস্তৱেৰ কু-ৱিপু দূৰ হয় না,
তাছাওউফ হাছিল হয় না তবে ছগীৱা
গুনাগোৱ কালিমা ছাক হয় ও
বহু প্ৰকাৰেৰ উপকাৰ হাছিল হয়।

দেহ সম্বন্ধীয় আদেশ-নিমেধ
শিক্ষা ও আমল কৰা (ফিকাহ)
মৌলিক ভাবে ২০ প্ৰকাৰ
আআসম্বন্ধীয় আদেশ-নিমেধ
শিক্ষা ও আমল কৰা।
(তাছাওউফ)

(মৌলিক ভাবে ২০ প্ৰকাৰ)

বিস্তারিতভাৱে জানাৰ জন্য
মুজাদিদে আ'য়ম (ৱঃ)
এৰ লিখিত
তাছাওউফ শিক্ষা
পনৰ নাম্বাৰ
খন্দ পাঠ কৱণ।

আবশ্যক পৱিমান
ফৱজে আইন।

কামেল মোশেদ গ্ৰহণ ব্যতিত এবং ইলমে তাছাওউফ অৰ্জন ব্যতীত শুধু হালকায়ে
অথবা ব্যাক্তিগত ভাবে নফল জিক্ৰ ইত্যাদি কিছুই আল্লাহৰ দৱবাৰে কৰুল
হয় না। বৱং ফৱজ তৱকেৰ কাৱণে দোষখ ভোগ কৱিতে হইবে। আৱ ফৱজ,
ওয়াজিব ও সুন্নতে মোয়াক্কাদা পৱিত্যাগ না কৱিয়া নফল জিকিৰ কৱিলে
আখেৱাতে বিশেষ উচ্চ দৱজা ও মৱতবা হাছিল হইবে।

(প্ৰচাৰে : মুজাদিদে আ'য়মেৰ (ৱঃ) থেকে প্ৰাপ্ত শিক্ষাৰ আলোকে প্ৰকাশকৃত)

জিক্ৰ গ্লোহ

আল্লাহৰ স্বৱণ
(জিকিৰ)

জিক্ৰ বিললিছান

(আল্লাহ তায়ালাকে
জৰান দ্বাৰা মৌখিক
ভাবে স্বৱণ কৰা।)

জিক্ৰ বিত্তুয়াত

পৰ্ণাঙ্গ দীন শিক্ষা ও
আমলেৰ মাধ্যমে
আল্লাহ তায়ালাকে
স্বৱণ কৰা।

জিক্ৰ বিল্কুলৰ

প্ৰতিপালক আল্লাহকে অস্তৱ
দ্বাৰা স্বৱণ কৰা (মোৱাকাবা)
(তাফাকুৰ)

বৰ্তমান দুনিয়ায় প্ৰচলিত
চিঃত্যিয়া, ক্ষাদৰিয়া গং বিভিন্ন
তৱীকাৰ নফল জিকিৰ,
তাছবীহ, অজীফা ও দুৱাদ
শৱীক ইত্যাদি পাঠ কৰা।

(মোস্তাহাব)

আস্তৱেৰ কু-ৱিপু দূৰ হয় না,
তাছাওউফ হাছিল হয় না তবে ছগীৱা
গুনাগোৱে কালিমা ছাক হয় ও
বহু প্ৰকাৰেৰ উপকাৰ হাছিল হয়।

দেহ সম্বন্ধীয় আদেশ-নিমেধ
শিক্ষা ও আমল কৰা (ফিকাহ)
মৌলিক ভাবে ২০ প্ৰকাৰ
আআসম্বন্ধীয় আদেশ-নিমেধ
শিক্ষা ও আমল কৰা।
(তাছাওউফ)

(মৌলিক ভাবে ২০ প্ৰকাৰ)

বিস্তারিতভাৱে জানাৰ জন্য
মুজাদিদে আ'য়ম (ৱঃ)
এৰ লিখিত
তাছাওউফ শিক্ষা
পনৰ নাম্বাৰ
খন্দ পাঠ কৱণ।

**আবশ্যক পৱিমান
ফৱজে আইন।**

কামেল মোশেদ গ্ৰহণ ব্যতিত এবং ইলমে তাছাওউফ অৰ্জন ব্যতীত শুধু হালকায়ে
অথবা ব্যাক্তিগত ভাবে নফল জিক্ৰ ইত্যাদি কিছুই আল্লাহৰ দৱবাৰে কৰুল
হয় না। বৱং ফৱজ তৱকেৰ কাৰণে দোষখ ভোগ কৱিতে হইবে। আৱ ফৱজ,
ওয়াজিব ও সুন্নতে মোয়াক্কাদা পৱিত্যাগ না কৱিয়া নফল জিকিৰ কৱিলে
আখেৱাতে বিশেষ উচ্চ দৱজা ও মৱতবা হাছিল হইবে।

(প্ৰচাৰে : মুজাদিদে আ'য়মেৰ (ৱঃ) থেকে প্ৰাপ্ত শিক্ষাৰ আলোকে প্ৰকাশকৃত)

সমাজের আলেম সমাজ

(অনুসারীবৃন্দসহ)

দোজখী
আলেম

বেহেষ্টী
আলেম

৭২ দল

১ দল

রসূল (ছঃ) ও
সাহাবাদের শিক্ষার সাথে
যাহাদের মিল নাই (অর্থাৎ
ভাস্ত আকিদা পোষন কারী)

রসূল (ছঃ) ও
সাহাবাদের শিক্ষার সাথে
যাহাদের মিল আছে (অর্থাৎ
ছবীহ আকিদা পোষনকারী)

পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বা
তাছাওউফ ফরজে বিশ্বাসী নহে ও
কোরআন হাদীসের খেলাফ এবং ফরজ
মাসআলা গোপন ও
পরিবর্তনকারী ।

আকায়েদ, তাছাওউফ
ও ফিকাহের সমষ্টি পূর্ণাঙ্গ
ইসলামে বিশ্বাসী ও কোরআন
হাদীসের মোরফেক
আকিদা পোষনকারী ।

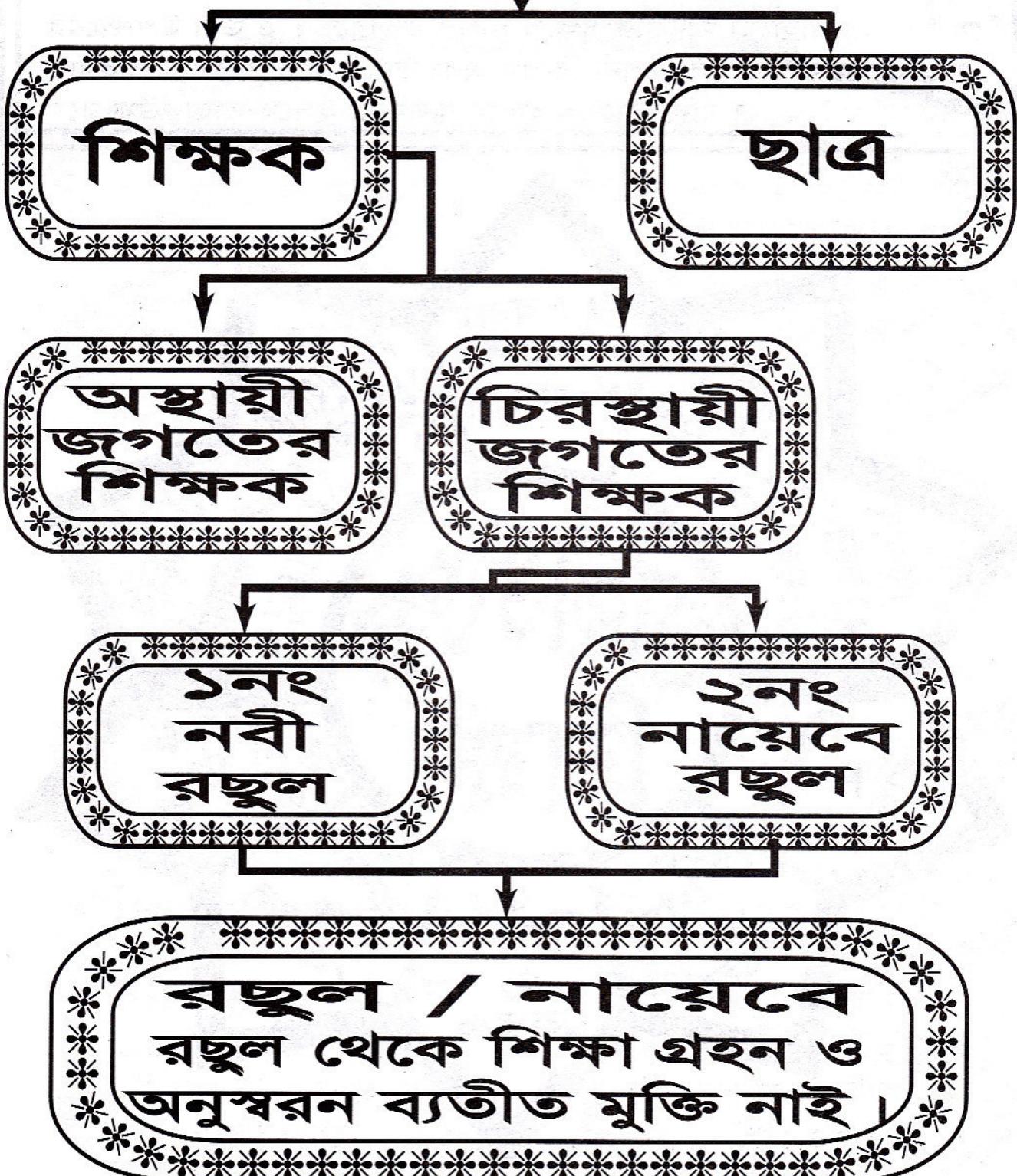
নায়েবে শয়তান
দাজ্জালে কাজ্জাব

(কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট)
নায়েবে রচুল

অনুস্বরণ করিলে
দোষখ

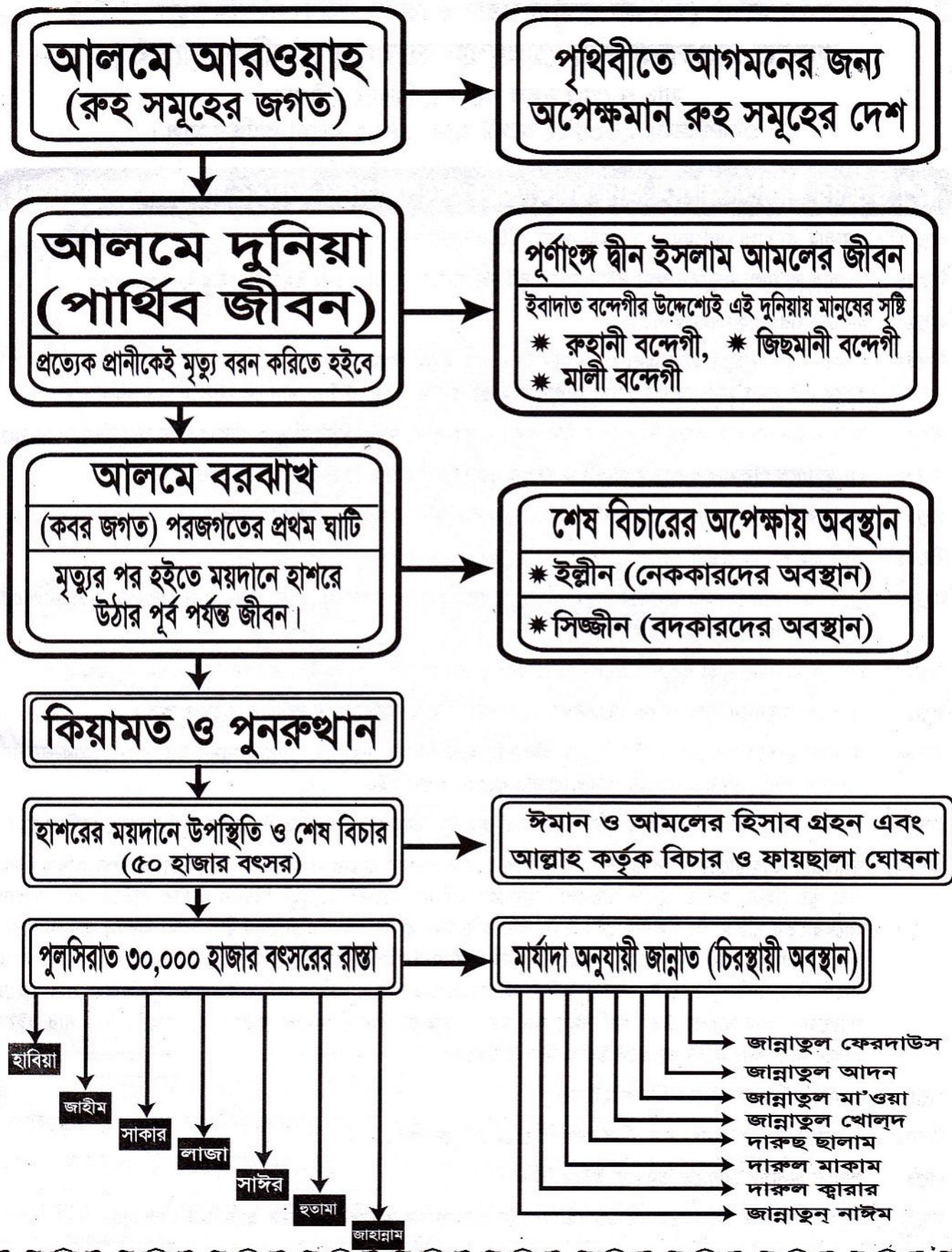
অনুস্বরণ করিলে
বেহেষ্ট

শিক্ষা হিসাবে মানুষ



মানব জীবনের সূচনা ও মন্দিরে-মকসূদ পর্যন্ত পথের ঘাটী সমূহ

: বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব ডাইরেক্টর মোঃ এনায়েত আলী ছাহেব।)



প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ফত্তিপয় পুরুষপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা

ঃ-লিখকঃ-

মুজাদিদে আ'য়ম (রঃ) এর সুযোগ্য সন্তান ও বিশিষ্ট খলীফা নায়েবে রচুল আল্লামা

হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াইদ ছাহেব।

সাং ও পোঃ দুখল মাদ্রাসা, জিলাঃ বরিশাল

২য় প্রকাশকালঃ ২০০৫ইং আগস্ট মাস, ১৪১২ বাংলা আশ্বিন মাস।

প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আলমে আর ওয়াহ থেকে বেহশ্ত পর্যন্ত সফরের গবেষনা মূলক শিক্ষাঃ

প্রশ্নঃ আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য কয়টি জগত সৃষ্টি করিয়াছেন?

উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য দুইটি জগত সৃষ্টি করিয়াছেন। যথাঃ- ১নং ইহজগত আর ২নং পরজগত।

প্রশ্নঃ আলমে আরওয়াহ কাহাকে বলে?

উত্তরঃ বাবা আদম (আঃ) হতে অদ্য পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ পয়দা হইয়াছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পয়দা হইবে এই সমস্ত মানুষের রূহ পয়দা করিয়া যেই স্থানে রাখা হইয়াছে উক্ত স্থান কে আলমে আরওয়াহ বলে।

প্রশ্নঃ আলমে আরওয়াহতে সমস্ত রূহ থাকাকালীন অবস্থায় সুখ-দুঃখ, মিটি-মজলিস ও অংগীকার গ্রহণ করা হইয়াছে কি না?

উত্তরঃ হ্যাঁ হইয়াছে। বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন মুজাদিদে আ'য়ম (রঃ) এর লিখিত কিতাব আহওয়ালে আখেরাত।

প্রশ্নঃ আমরা বর্তমানে যে জগতে (আলমে দুনিয়াতে) বসবাস করিতেছি ইহা অস্থায়ী কি না?

উত্তরঃ হ্যাঁ! এই দুনিয়া অস্থায়ী জগত।

প্রশ্নঃ দুনিয়া হইতে প্রত্যেকটি মানুষকে মৃত্যু বরনের মাধ্যমে আলমে বরবাখে (কবর জগতে) যাইতে হইবে কি না? এবং উহা আখেরাতের কয় নাস্তির মন্তব্য?

উত্তরঃ প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যু বরনের মাধ্যমে কবর জগতে যাইতে হইবে এবং উহা আখেরাতের প্রথম মন্তব্য।

প্রশ্নঃ হাশরের ময়দানে বিচারক কে হইবেন? উহা আকারে কি রূপ হইবে। ঐ দিনটির পরিমাণ কত।

উত্তরঃ ময়দানে হাশরে বিচারক আল্লাহ নিজেই হইবেন। হাশরের মাঠ চল্লিশটি দুনিয়ার সামন বড় হইবে। আর ময়দানে হাশরের দিনটি দুনিয়ার হিসাবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হইবে।

প্রশ্নঃ পুলছিরাত কিসের উপর স্থাপিত? উহা লম্বা কতটুকু? উহা কাহারা পার হইতে পারিবেন এবং কাহারা পারিবে না।

উত্তরঃ পুলছিরাত জাহানামের উপর স্থাপিত। উহা ত্রিশ হাজার বছরের রাস্তার সমান লম্বা। উহা চুল অপেক্ষা অধিক চিকন এবং খুর (হিরা) হইতে অধিক ধারালো। হাশরের ময়দানে যাহারা আল্লাহর বিচারে খালাশ পাইবে অর্থাৎ যাহারা আখেরাতের সঠিক পথ প্রদর্শক হাদী গ্রহণ করিবে ও উক্ত হাদীর মাধ্যমে পরিপূর্ণ দ্বীন শিক্ষা করতঃ আমল করিবে এবং আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রচার কায়েমের জন্য হাদীকে (নায়েবে রচুলকে) কিতাবী বিধান মতে জানে ও মালে সাহায্য-সহযোগীতা ও চেষ্টা সাধনা করিবে একমাত্র তাহারাই আল্লাহর অসীম রহমতে পুলসিরাত পার হইতে পারিবেন। আর যাহারা উক্ত কার্য সমূহ করিবেনা, তাহারা বিচারে খালাশ পাইবে না, তাহারা উহা পার হইতে পারিবে না। বরং কঠিন দোজখে উহারা নিষ্কিঞ্চ হইবে।

প্রশ্নঃ দোষখ বাসীরা কত ভাগে বিভক্ত হইবে?

উত্তরঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। যথাঃ চির দোষযী ও মেয়াদী দোষযী।

প্রশ্নঃ জান্নাত বাসীগণ জান্নাতে চিরস্থায়ী হইবে কি না?

উত্তরঃ বেহশ্তবাসীগণ আল্লাহর রহমতে জান্নাতে চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করিবেন, যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নাই।

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْخَ * وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ الْخَ * قُوَّا نَفْسَكُمْ
وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا الْخَ * تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى الْخَ * كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ الْخَ * لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ

তাবলীগ

(কোরআন ও ধৈন প্রচার)

তাবলীগে খাত

অধীনস্ত লোকদিগকে
সংকোচের আদেশ ও
অসংকোচের নিষেধ করা।
(পূর্ণজীবন শিক্ষা ও আমলের
তাকিদ প্রদান করা)

তাবলীগে আম (হাকীকি)

আমভাবে কোরআন
প্রচার করা। সর্ব সাধারণকে
সমভাবে আল্লাহ ত'য়ালার
পথে আহ্বান করা।

তাবলীগে ওক্মী

রহস্য/ নামের রসূল
গণকে ধৈন প্রচারের
কাজে টাকা পয়সা ইত্যাদি
দিয়ে (সর্বোত্তম ভাবে)
সাহায্য করা।

পুরুষ মেয়েলোক সকলের জন্য ফরজ।

ফরজে
কিফায়া
(কোরআন, হাদীস এবং ফিকাহ
তাছাওউফ তত্ত্ববিদ
আলেম হওয়া শর্ত।)

ওয়াজিব (ফরজ)

কোরআন হাদীছ
তত্ত্ববিদ আলেম হওয়া
শর্ত নহে।

তাছাওউফ বিহীন
বে আলেম জাহেলদের আম
তাবলীগ/আম ওয়াজ করা নিষেধ
বরং জাহেল ওয়ায়েজদের থেকে
দূরে থাকা ওয়াজিব।

* রেজিস্টার ফার্ম
* ফসল ফার্ম * মুষ্টি ফার্ম
* ওয়াকেফ ফার্ম গঁ মাধ্যমে সময়ে
দেশ পর্যায়ক্রমে সারা বিশ্ব কেরামত ও পূর্ণজীবন
ধৈন প্রচারের কাজে সার্বিক কোরআন প্রচারক
হাতী নামেরে রহস্যে সাধ্যমত সাহায্য
করার জন্য সর্বান্বিত চেষ্টা করিবে।

সুরায়ে বাক্সারার ১ম ও ২য় রূক্তির মূল শিক্ষা

দুনিয়ার মানুষ ধম
হিসাবে তিনভাগ

মোমিন

মোনাফিক

কাফির

আল্লাহর দ্বীন
অন্তরেও বিশ্বাস
করে এবং মুখেও
তাহা প্রকাশ
করে

ধর্মের বাণী
অন্তরে অবিশ্বাস
করে কিন্তু মুখে
(বাহ্যিকভাবে)
স্বীকার করে।

ধর্মের বাণী
অন্তরে অবিশ্বাস
করে এবং মুখেও
তাহা প্রকাশ
করে।

চিফতি মোমিন

- * রূহানী বন্দেগী
- * জেহানানী বন্দেগী
- * মালী বন্দেগী

বেহেস্ত

দোয়খ

اَهِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالَاَفْسَارِ

فَاتَّبِعْنَا اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (ছুরায় মারহিয়াম) لَهَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (ছুরায় নেহা)

সূরায়ে ফাতিহার শেষ অংশের মূল শিক্ষা

ইহজগত হইতে
পরজগতের দিকে রাস্তা

ছিরাতে
মোস্তাকীম

মাগ্দূব

দল্লীন

হাদীকে (রচুল বা নায়েবে
রচুলকে) সঠিক ভাবে মান্য
করা এবং তাঁহার থেকে হোয়েতে
অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ দীন শিক্ষা
করিয়া আমল করা।

হাদীকে
(রচুল বা নায়েবে
রচুলকে)
অমান্য করা এবং
বিরোধিতা
করা।

কোন
মানুষ বা
বস্তুকে খোদায়ী
আসনে
বসানো।

বেহেস্ত

দোয়খ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

নিচয়ই আল্লাহ তায়ালা তওবাহ কারী ও পবিত্রতা অর্জন কারীদেরকে ভালবাসেন। (আল-কোরআন)

তুহারাত (পবিত্রতা)

তুহারাতে
জাহেরী

তুহারাতে
বাতেনী

নাজাছাত ও
ফোজলা চীজ
হইতে পাক
হওয়া

সর্ব শরীরকে
গুণাহ হইতে
পাক করা

অন্তরকে-
মুহূলিকাত হইতে
পাক করা

ইহা ব্যতিত ইবাদাত
ছহীহ হয় না

ইহা ব্যতিত ইবাদাত
কবুল হয় না

উল্লেখিত ৩ প্রকার তুহারাত (পবিত্রতা) সকলের জন্য ফরজ।

চতুর্থ প্রকার তুহারাত শুধু মাত্র নবী (আঃ) গণের জন্য খাচ।

ইল্মে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুছলিম নর-নারীর উপর ফরজ (আল-হাদীছ)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

দুনিয়াবী ইল্ম
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

দ্বীনি ইল্ম
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

- * প্রাইমারী স্কুল
- * হাই স্কুল
- * কলেজ
- * ইউনিভার্সিটি

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন
শিক্ষার প্রতিষ্ঠান

আংশিক দ্বীনি ইল্ম
শিক্ষার প্রতিষ্ঠান

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন
শিক্ষার কেন্দ্র
ও মাদ্রাসা
সমূহ।

- ❖ কারীয়ানা
- ❖ হাফেজীয়া
- ❖ আলীয়া ও
- ❖ দেওবন্দী রংলের
মাদ্রাসা।

দ্বীনি ইল্ম
শিক্ষার ফরজ
বাকী থাকে।

শরীয়াতে জাহেরো ফিক্তাহের
(আংশিক) আলেম হয়, কিন্তু ওয়ারেহাতুল আমিয়া
পর্যায়ের (পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের) আলেম হয় না।

তাছাও এক শিক্ষা না করা পর্যন্ত মতলক-ওয়ারেহাতুল আমিয়া পর্যায়ের আলেম দাবী করিলে দাজ্জালে কাজ্জাব।
আর মতলক আলেম দাবী না করিয়া শুধু ফিকাহের আংশিক আলেম দাবী করিলে দাজ্জালে কাজ্জাব হচ্ছে না।

আসল তাওয়াজ্জুহ ও শাখা তাওয়াজ্জহের মধ্যে পার্থক্য

তাওয়াজ্জুহ

(একাগ্র চিত্তে মুরীদকে
তালীম ও ফয়েজ প্রদান)

শাখা
তাওয়াজ্জুহ

আসল
তাওয়াজ্জুহ

চক্ষুবন্ধ-
তাওয়াজ্জুহ

ইল্মে-
তাছাওউফ-
শিক্ষা দান করা

আসল তাওয়াজ্জুহ
বাদ দিলে
নাকেছ

কামেল

আসল তাওয়াজ্জুহ বাদ দিলে
দোয়খ
আর আসল তাওয়াজ্জুহ বাদ না দিলে
দরজা বলবৎ হবে।

বেহেস্ত

কাশ্ফ

কাশ্ফে
কাউনি

কাশ্ফে
এলাটি

কোন অদৃশ্য বিষয়
ছালেকের
চোখে ভেসে উঠা

কামেল পীরের ছোহবাত
অবলম্বন করতঃ আল্লাহর স্মরণে রত
হওয়ার পরে আল্লাহর তরফ হইতে এক
প্রকার হালত অন্তরে ওয়ারেদ হওয়া বা
ধর্মীয় মাছয়ালা মুরীদের অন্তর চোখে
ভেসে উঠা

হ্যরত উমর (রাঃ)

জুমার নামাজের খুৎবা দেওয়ার
সময় বলিয়া উঠিলেন :
يَاسَارِ يَةُ الْجَبَالُ الْجَبَالُ

যথা:-

পর্দার আয়াত নাযিলের
পূর্ব মুহূর্তে হ্যরত উমর
(রাঃ) পর্দা করা ফরজ
হওয়া দরকার বলে
মন্তব্য করেন ।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

আমি জিন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার বন্দেগী করার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি।

(আল-কোরআন)

আল্লাহর বন্দেগী

(আআর দ্বারা)
রহনী বন্দেগী
(কামেল মোর্শেদের মাধ্যমে
ইলমে কুলব শিক্ষা করিয়া
আমল করা।)

(মাল দ্বারা)
মালী বন্দেগী
আল্লাহর বিধানমতে (তিন
ধারায়) মাল ব্যয় করা।

(দেহের দ্বারা)
জেত্মানী বন্দেগী
ফিকাহ শিক্ষা করিয়া আমল করা।

ছেফাতী মোছলমান / কামেল মোমেন

বেচেষ্ট
টদ্যান

لَنْ تَنْأَلُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
কশ্মিন কালেও তোমরা (বেহেস্তে যাওয়ার উপযোগী) নেকী অর্জন করিতে পারিবেনা যে
পর্যন্ত মহুবতের মাল থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় না করিবে। (আল-কোরআন ৪ৰ্থ পারা)

মালী বন্দোগী

জায়েজ পছায় মাল উপার্জন এবং আল্লাহর বিধান
মোতাবেক (কিতাবী ধারায়) মাল ব্যয় করা।

সাংসারিক
জরুরী কাজে
মাল ব্যয় করা
(সংসার রক্ষা)

আল্লাহর দ্বীন সারা
বিশ্বে প্রচার কায়েম
ও রক্ষার জন্য মাল
খরচ করা।
(ধর্ম রক্ষা)

মানুষের অভাব
দূর করার জন্য
মাল খরচ করা
(গরীব রক্ষা)

বর্ণিতঃ তিনও বিভাগে মাল ব্যয় করিতে হইবে। অন্যথায় বখীল শ্রেণীভুক্ত
হইয়া আখেরাতে মহা অপরাধী ও দোষখী সাব্যস্ত হইতে হইবে।
প্রকাশ থাকে যে, যাকাত, ফিরুরা ইত্যাদি ইহা শুধুমাত্র ধনীদের উপরে ফরজ/ওয়াজিব।

* বখীল সাধক যদি জল স্থালে আর+বেহেস্তী না হবে বলে হাদীসে প্রচার।

لَن تَنْالُوا الْبَرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
কশ্মিন কালেও তোমরা বেহেন্তে যাওয়ার উপযোগী নেকী অর্জন করিতে পারিবেনা যে
পর্যন্ত মহুবতের মাল থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় না করিবে। (আল-কোরআন ৪৩ পারা)

আল্লাহর দীন-শিক্ষা, প্রচার, ও কায়েমের জন্য মাল খরচ করা। (মালী বন্দেগী করা) (ধর্ম রক্ষা)



প্রচার বিভাগ

সমগ্র দেশ, পর্যায় ক্রমে সারা বিশ্বে পবিত্র কোরআন ও পূর্ণাঙ্গ দীন প্রচারের জন্য সঠিক কোরআন প্রচারক হাদী বা নায়েবে রচুলকে মালী বন্দেগীর মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য করা।

(তাবলীগে হক্মী করা)

তাছাওউফ বিভাগ

$5+8=13$ শর্ত বিশিষ্ট খাটী কামেল পীরানা দরবারে আর্থিক সাহায্য করা।
১। সঠিক ইলমে তাছাওউফ নিজে শিক্ষা করা, ২। সারা বিশ্বে উহা প্রচার ও কায়েম করা এবং
৩। হামলা আসলে প্রতিরোধ করা
গৎ জন্য কামেল মোর্শেদ-নায়েবে
রচুল কে মাল প্রদান করা।

ফিকাহ বিভাগ

এবাদাত ও মোয়ামালাতের বিশ্ব
প্রকার মৌলিক মাছুলালা * ১।
নিজেরা শিক্ষা করা
* ২। সারা বিশ্বে উহা প্রচার ও
কায়েম করা এবং
* ৩। হামলা আসলে উহা
প্রতিরোধ করার জন্য নায়েবে
রচুলকে মাল/টাকা প্রদান করা।

* রোজগার ফাস্ত * ফসল ফাস্ত * মুষ্টি চাউলের ফাস্ত * ওয়াকফ ফাস্ত * কলম ও বাক
যুদ্ধ গৎ ফাস্ত সমূহের উপর সাধ্য মত আমল করা এবং সারা বিশ্বে পবিত্র কোরআন ও
পূর্ণাঙ্গ দীন প্রচার প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্যের উদ্দেশ্যে উক্ত ফাস্ত সমূহের টাকা/মাল কিতাবী
শর্ত বিশিষ্ট সঠিক কোরআন প্রচারক হাদী-নায়েবে রসূলের হাতে অর্পণ করিতে হইবে।

আল্লাহর ধর্মের সঠিক রূপরেখা

ইবাদত
(আল্লাহর হক সমূহ)

মোয়ামালাত
(দৈহিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়
আর্জুজাতিক ও বিশ্ব বিধান)

মুহূলিকাত
(ধর্ম কারী কুরিগু বর্জন)

মুন্জিয়াত
(সৎ স্বভাব অর্জন)

বখীল সাধক যদি জলে স্তলে আর + বেহেন্তী না হবে বলে হাদীসে প্রচার।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عِلْمُ الطَّرِيقَةِ وَهِيَ مَبَاحِثُ الْمُهَلَّكَاتِ وَالْمُنْجَيَاتِ (مسلم الثبوت)

অন্তরজাত ধৰ্মস সাধনকাৰী কু-রিপু এবং পরিআনকাৰী সৎ স্বভাৱ সম্বন্ধীয় বৰ্ণনাই ইলমে তুৱীকৃত।

তুৱীকৃত

ইলমুত
তুৱীকৃত

জিক্ৰুত
তুৱীকৃত

মুহলিকাত বা আআৱ
অসৎ স্বভাৱ সমূহ বৰ্জন
মুনজিয়াত বা আআৱ সৎ
স্বভাৱ সমূহ অৰ্জন

কাদেৱীয়া, চিশ্তীয়া
মুজাদেদীয়া, নকৃশেবন্দীয়া
ইত্যাদি তুৱীকৃত সমূহ

ইলমুত তুৱীকৃত
শিক্ষা কৰা
ফৰজ

জিক্ৰুত তুৱীকৃত
নফল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا آذَنَ بِكَاتِتْ نُكْتَةً سَوْدَاءً فِي قَلْبِهِ إِنَّهُ
নিশ্চয়ই মোমেন ব্যক্তি যখন গুনাহ করে, তখন তাহার অন্তরে কালো দাগ পরে। (আল-হাদীস)

দেলের ময়লা (অন্তরের অপবিত্রতা)

বদ এ'তেকুদের
কারণে

বদ আখলাকের
কারণে

গুনাহের
কারণে

আকুইদের মাহালা
শিক্ষা করিয়া অন্তরে
বদ এ'তেকুদ দূরীভূত
করিতে হইবে

কামেল মোর্শেদ
গ্রহণ করতঃ ইল্মে তৃরীকাত
বা ইল্মে তাছাওউফ শিক্ষা
করিয়া আমল করিতে হইবে

- ১। তাববাহ ও জিকির
বরিয়া এবং গুনঃ গুনাহ না করার অঙ্গীকার বরিয়া
গুনাহ হইতে ফিরিয়া থাকিতে হইবে
- ২। আর কজা কাফকুরা সিমায় থাকিলে তাহ
আদায় করিতে হইবে।
- ৩। বাস্তুর হক নষ্ট করিয়া থাকিলে তাহ ও কিংবা ধরায়
আদায় করিতে হইবে।

অন্তর হইতে বদ
এ'তেকুদ দূরীভূত করা
ফরজ

অন্তর হইতে বদ
আখলাক দূরীভূত করা
ফরজ

গুনাহ হইতে
বাঁচিয়া থাকা
ফরজ

আ'উজুবিল্লাহ ও সুরায়ে নাছের মূল শিক্ষা

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

যখন ক্ষেত্রআন পাঠ কর তখন বিতাড়িত শয়তানের ধোকা হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও।
মানুষের অন্তরে যে শয়তান কুম্ভনা দেয়, উক্ত শয়তান দুই ভাগ। জীনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে (আল-ক্ষেত্রআন)

মানুষের প্রধান শক্তি

শয়তান

মানব
শয়তান

জিন
শয়তান

প্রকাশ

অপ্রকাশ

ইবলীছ ও
তার বাহিনী

ক্ষেত্রআন বিরোধী
অমৃতলিম (নাস্তিক ও দাফের) জাতি
ফুর ও নেতা

(তাহাওটক ধরণেকারী)
নাকেছ পীর
নাকেছ আলেম
নাকেছ বজ্ঞা ও
নাকেছ আমীর গং

(ফিদাহ ধরণেকারী)
নামাজ, রোজা গং
শরীয়তে জাহেরাহ
অগ্রাহ্য কারী
নাকেছ ভড বেশরা
ফকিরের দল

দোষ

দোষ

দোষ

যাহারা ইল্মে তাহাওটকে ফরজ স্থাকার করেনা এবং যাহারা
নকল জীকির, দূর্গাদ, কাশ্মু, আমল ইত্যাদিকে ইলমে তাহাওফ বলে।

প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা :

প্রশ্নঃ কত প্রকার মাছয়ালার সমষ্টির নাম দ্বীন ইসলাম বা শরীয়ত?

উত্তরঃ আকুইদ, তাছাওউফ ও ফিক্তাহ এই তিনি প্রকার মাছয়ালার সমষ্টির নাম দ্বীন ইসলাম বা শরীয়ত। এই বিষয়ে দলীল আদিল্লাসহ বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন “ইসলাম শিক্ষা প্রথম খণ্ড” ও “শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম” এবং “এজ্হারে হক সাত খণ্ড”।

প্রশ্নঃ আকুইদের মাছয়ালা কাহাকে বলে?

উত্তরঃ সুমান সমন্বীয় মাছয়ালাকে আকুইদের মাছয়ালা বলে।

প্রশ্নঃ ফিক্তাহ কাহাকে বলে?

উত্তরঃ দেহ সমন্বীয় মাছয়ালাকে ফিক্তাহ বলে।

প্রশ্নঃ ফিক্তাহের মাছয়ালা সমূহ কত ভাগে বিভক্ত ও কি কি?

উত্তরঃ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা ১। ইবাদাত, ২। মোয়া’মালাত।

প্রশ্নঃ এবাদাত কত প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ এবাদাত মৌলিকভাবে দশ প্রকার। যথা : ১। ইল্ম, ২। আকুইদ, ৩। তুহারাত, ৪। নামাজ, ৫। যাকাত, ৬। রোজা, ৭। হজ্জ, ৮। তেলাওয়াতে কুরআন, ৯। জিকির ও দো’য়া, ১০। তারতীবুল আরওরাদ।

প্রশ্নঃ মোয়া’মালাত কত প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ মোয়া’মালাত মৌলিক ভাবে দশ প্রকার। যথা : ১। খানাপিনা, ২। নিক্তাহ, ৩। রোজগার, ৪। হালাল-হারাম, ৫। দুন্তি ছোহবাত, ৬। নির্জন বাস, ৭। ছফর, ৮। পিতা-মাতা ও সন্তানের হক, ৯। আতীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিছকীন ও অন্যান্য সৃষ্টির হক, ১০। পীর ও মুরীদের হক।

প্রশ্নঃ ইলমে তাছাওউফ কাহাকে বলে?

উত্তরঃ যে বিদ্যার সাহায্যে অন্তরের সৎ গুনাবলীর প্রকার ভেদ ও উহা অর্জনের পছন্দ এবং অন্তরজাত কু-রিপু সমূহের শ্রেণীভেদ এবং উহা হইতে পরিত্রান লাভের উপায় অবগত হওয়া যায়, তাহাকে ইলমে কুলব বা ইলমে তাছাওউফ বলে।

প্রশ্নঃ ইলমে তাছাওউফ কত ভাগে বিভক্ত ও কি কি?

উত্তরঃ ইলমে তাছাওউফ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা ১। মুহলিকাত, ২। মুনজিয়াত।

প্রশ্নঃ মুহলিকাত কত প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ মুহলিকাত মৌলিকভাবে দশ প্রকার। যথা : ১। কেবর, ২। হাছাদ, ৩। বোগজ, ৪। গজব, ৫। গীবত ৬। হেরেছ, ৭। কেজ্ব, ৮। বোখল, ৯। রিয়া, ১০। শুরুর বা মোগালাতা।

প্রশ্নঃ মুনজিয়াত কত প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ মুনজিয়াত মৌলিকভাবে দশ প্রকার। যথা : ১। তাওবাহ, ২। ছবর, ৩। শোকর, ৪। তাওয়াকুল, ৫। ইখলাছ, ৬। খাওফ, ৭। রজা, ৮। মুহারবত, ৯। মোরাকাবা, ১০। মোহাছাবা।

প্রশ্নঃ প্রত্যেকটি মুহলিকাত বা রাজায়েল দূরিভূত করিতে কয়টি ধারায় মাছয়ালা শিক্ষা করিতে হইবে?

উত্তরঃ প্রত্যেকটি রাজায়েল বা মুহলিকাতের জন্য তা’রীফ, ছবব, আলামত ও এলাজ এই চার ধারায় মাছয়ালা শিক্ষা করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী আমল করিতে হইবে। যথা আমরা হানাফী মাজহাবী, হানাফী মাজহাবের জগত বিখ্যাত মহামান্য শামী কিতাবের প্রথম খণ্ডের ৪০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, মূল অর্থঃ তাছাওউফ অর্জন করা (অন্তর হইতে কু-রিপু সমূহ দূর করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজে আইন)। কিন্তু উহা দূর করা সম্ভব নহে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি রাজায়েল বা মুহলিকাতের তা’রীফ (সংজ্ঞা), ছবব (কারন), আলামত (চিহ্ন) ও এলাজ (চিকিৎসা) এর মাছয়ালা সমূহ অবগত না হইবে।

প্রশ্নঃ বর্ণিত তা’রীফ, ছবব, আলামত, ও এলাজের মাছয়ালা শিক্ষা ব্যতীত প্রচলিত নফল যিকির-আয়কার ও অজিফা সমূহ আদায়ের মাধ্যমে মুহলিকাত বা রাজায়েল সমূহ দূরিভূত করা যাইবে কি না?

উত্তরঃ বর্ণিত তা’রীফ, ছবব, আলামত, ও এলাজের মাছয়ালা শিক্ষা ব্যতীত প্রচলিত নফল যিকির আজকার ও অজীফা সমূহ আদায়ের মাধ্যমে কখনো মুহলিকাত বা রাজায়েল সমূহ দূর করা সম্ভব নহে। (এহইয়াউ, উলুমিদ্দিন, রফিকুছ ছালেকীন কিতাব সমূহ দ্রষ্টব্য)

বিঃ দ্রঃ তাছাওউফ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন। মুজাদ্দিদে আ’জম (রাঃ) এর লিখিত কিতাব। “তাছাওউফ শিক্ষা” ১৫ খণ্ড।

আলেম, পীর, বজ্জা ও আমীর গং সম্পর্কে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে জানার বিষয়ঃ

প্রশ্ন : রসূল বা নায়েবে রসূলের শিক্ষা ছাড়া বেহেশ্ত ভবনে যাওয়া যাইবে কি না?

উত্তর : রসূল বা নায়েবে রসূলের শিক্ষা ব্যতীত বেহেশ্ত ভবনে যাওয়া যাইবে না। যথাঃ কুরআন শরীফের প্রথম সূরা বাক্তরার ৪ৰ্থ রূকুতে লিখা আছে :-

قُلْنَا أَهْبِطْنَا مِنْهَا جَمِيعاً حَالِدُونَ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ মূল অর্থঃ আল্লাহু তায়ালা বলিয়াছেন যে, আমি বলিলাম হে আদম (আঃ) তোমরা সকলে বেহেশ্ত ভবন হইতে নিম্নদিকে চলিয়া যাও পরে নিশ্চয়ই আমার নিকট হইতে তোমার সন্তানদের কাছে হাদী অর্থাৎ রসূল বা নায়েবে রসূল হেদায়াত নিয়া উপস্থিত হইবে। অতঃপর যাহারা তাহাদের কে মান্য করিবে ও অনুস্বরণ করিয়া চলিবে অর্থাৎ তাদের থেকে হেদায়েত বা শিক্ষা গ্রহণ করিবে তাহাদের পক্ষে কোন ভয় নাই, এবং তাহারা শোক গ্রস্ত বা দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হইবে না।

আর যাহারা (তাহাদেরকে) অস্মীকার করিবে এবং আল্লাহর নির্দশন সমূহকে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করিবে অর্থাৎ যাহারা তাহাদের শিক্ষা গ্রহণ করিবে না বরং অনাস্থা জ্ঞাপন করিবে তাহারা দোষখবাসী হইবে।

(খোলা ছাতুতাফাছীর ১ম খন্দ ৩১নং পৃষ্ঠায় উপরোক্ত বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।)

প্রশ্ন : আলেম, পীর, বজ্জা ও আমীর গং গণ কত ভাগে বিভক্ত? ও কি কি?

উত্তর : আলেম, পীর, বজ্জা ও আমীর গং গণ দুই ভাগে বিভক্ত। যথাঃ ১। কামেল (খাঁটি) ২। নাকেছ বা (অখাটি) জাল।

প্রশ্নঃ কামেল কাহারা এবং নাকেছ কাহারা?

উত্তরঃ ফিকৃহ, তাছাওউফ তত্ত্ববিদ ও কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট যাহারা, একমাত্র তাহারাই কামেল। তাহাদের উপাধি নায়েবে রসূল। তাহাদের শিক্ষায় জান্নাত। আর যাহারা ইলমে কৃলব (ইলমে তাছাওউফ) বিহীন অথবা ফিকৃহ, তাছাওউফ উভয় বিহীন অথচ ধর্ম গুরু সাজিয়া মানুষকে ধোকাদেয় ও জন্মরীম্বাছয়ালা গোপন পরিবর্তন করে তাহারা নাকেছ বা জাল। ইহাদেরই লক্ষ্য হইয়াছে নায়েবে শয়তান। ইহাদের শিক্ষায় জাহান্নাম। (ইহাদেরকে আখেরাতের ধর্মগুরু হিসাবে গ্রহণ করিলে ও তাহাদের অনুস্বরণ করিলে এবং বিনা তাওবায় মারা গেলে পরজগতে দোষখ ভোগ করিতে হইবে।

প্রশ্নঃ কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট খাঁটি আলেম, খাঁটি পীর ও খাঁটি হাদীগংগণ ওয়ারেছাতুল আমিয়া কি না?

উত্তরঃ হ্যাঁ! তাহারা ওয়ারেছাতুল আমিয়া।

প্রশ্নঃ জ্ঞাল আলেম, জ্ঞাল পীর, জ্ঞাল হাদী ও জ্ঞাল আমীরগংগণ যাহারা ফরজ মাস্যালা গোপন/পরিবর্তন করিয়া সমাজকে গোমরাহ করে তাহারা নায়েবে শয়তান কি না?

উত্তরঃ হ্যাঁ! তাহারা কিতাবের আইনে নায়েবে শয়তান।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আজই পাঠ করুন “এজ্হারে হক” ৭খণ্ড ও “ইসলাহে কৃলব”।

তাবলীগ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে গবেষণা মূলক শিক্ষণঃ

প্রশ্নঃ তাবলীগ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ তাবলীগ তিন প্রকার। যথা : ১। তাবলীগে খাচ ২। তাবলীগে আম ৩। তাবলীগে ছকমী।

প্রশ্নঃ তাবলীগে খাচ কাহাকে বলে এবং উহা করা কি?

উত্তরঃ প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অধিনস্ত লোক দিগকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করাকে

প্রশ্নঃ তাবলীগে আম কাহাকে বলে এবং উহা করা কি?

উত্তরঃ আম ভাবে কুরআন প্রচার করা ও সর্ব সাধারনকে সমভাবে আল্লাহ্ তায়ালার পথে আহ্বান করাকে তাবলীগে আম বলে। ইহা করা ফরজে কেফায়া।

প্রশ্নঃ তাবলীগে হুক্মী কাহাকে বলে? এবং উহা করা কি?

উত্তরঃ রসূল বা নায়েবে রসূল গণকে দ্বীন প্রচারের কাজে টাকা পয়সা ইত্যাদি দিয়ে সর্বোত্তমভাবে সাহায্য করা কে তাবলীগে হুক্মী বলে। তাবলীগে হুক্মী করা সকলের উপর ওয়াজিব। (ফরজ)

প্রশ্নঃ তাবলীগে আম করার জন্য শরীয়ত মোতাবেক আলেম হওয়া শর্ত কি না?

উত্তরঃ তাবলীগে আম করার জন্য কুরআন, হাদীস এবং ফিকৃত্ব ও তাছাওউফ তত্ত্ববিদ আলেম হওয়া শর্ত।

প্রশ্নঃ শরীয়ত মোতাবেক আলেম না হইয়া আম তাবলীগ করা জায়েজ কি না?

উত্তরঃ জায়েজ নহে। কারণ উহাতে বক্তা-শ্রোতা উভয়ে পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।

বিঃ দ্রঃ তাবলীগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন মুজান্দিদে আ'য়ম (রঃ) এর লিখিত কিতাব “তাবলীগ” ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড।

দুনিয়া হইতে পরজগতের দিকে রাস্তা সমূহের (প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে) বর্ণনা :

প্রশ্নঃ দুনিয়া হইতে পরজগতের দিকে রাস্তা কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ দুনিয়া হইতে পরজগতের দিকে তিনটি রাস্তা। যথা : ১। ছেরাতে মোস্তাকিম ২। মাগদুব ৩। দল্লীন।

প্রশ্নঃ ছেরাতে মোস্তাকিম বা বেহেস্তের পথের পথিক কিভাবে হওয়া যায়?

উত্তরঃ হাদীকে (রসূল বা নায়েবে রসূল কে) সঠিক ভাবে মান্য করিয়া তাহার থেকে হেদায়াত অর্থাৎ পূর্ণাংগ দ্বীন শিক্ষা ও আমল করিলে ছেরাতে মোস্তাকিম বা বেহেস্তের পথের পথিক হওয়া যায়। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর পক্ষের ধর্মীয় নেয়ামাত প্রাপ্ত বান্দাদের অনুস্বরণ করা ব্যাতীত কিছুতেই বেহেস্তের পথের পথিক হওয়া ও আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব নহে। কারন উপরোক্ত ধর্মীয় নেয়ামাত প্রাপ্ত মানুষের পথই হইল প্রকৃত পক্ষে ছেরাতে মোস্তাকিম বা বেহেস্তের পথ।

প্রশ্নঃ মাগদুব রাস্তার মর্ম কি?

উত্তরঃ আল্লাহর গজব গোস্বার রাস্তা (দোজখের পথ) অর্থাৎ হাদীকে (রসূল বা নায়েবে রসূল কে) অমান্য করা ও তাদের থেকে হেদায়াত গ্রহণ না করিয়া বরং তাহাদের সত্য প্রচারের বিরোধিতা করিলে-এই প্র্যায়ের লোকেরা আল্লাহর গজব গোস্বার পাত্র হইয়া (মাগদুব রাস্তায়) পরকালে জাহানামী বা দোজখী হইবে।

প্রশ্নঃ দল্লীন রাস্তার মর্ম কি?

উত্তরঃ কোনো মানুষ বা বস্তুকে খোদায়ী আসনে বসানো। এই কার্জ যাহারা করিবে তাহারাও দোজখে শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার উপযোগী হইবে।

প্রশ্নঃ বিশ্ব নবীর যামানায় বর্ণিত তিন রাস্তার লোক ছিল কাহারা?

উত্তরঃ বিশ্ব নবীর যামানায় মুস্তাকিম রাস্তার লোক ছিলেন সাহাবায়ে কেরামগণ। মাগদুব রাস্তার লোক ছিল আবু লাহাব, আবুজাহেলগং ধর্ম বিরোধী কাফেরেরা; আর দল্লীন রাস্তার লোক ছিল নাসারা খৃষ্টান সাম্প্রদায়।

প্রশ্ন : বর্তমানে উক্ত তিনি রাস্তার লোক কাহারা?

উত্তর : বর্তমানে সিরাতে মোস্তাকিম রাস্তার লোক হইল তাহারা, যাহারা বর্তমান জামানার হাদীকে নায়েবে রসূলকে সঠিক ভাবে মান্য করিয়া তাদের থেকে হেদায়াত অর্থাৎ আকায়েদ, তাছাওউফ ও ফিকাহের সমষ্টি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা ও আমল করিতেছে।

* আর মাগদূর রাস্তার লোক হইল তাহারা, যাহারা বর্নিত হাদীর হেদায়াত এহণ করিতেছে না, (পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা ও আমল করিতেছে না) বরং উক্ত সত্য হাদীর বিরোধিতা করিতেছে।

* আর দল্লান রাস্তার লোক হইল তাহারা, যাহারা পীরের পায়ে সিজদা করে, কবর পূজা করে ইত্যাদি। বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন মুজাদ্দিদে আ'য়ম (রাঃ) এর লিখিত কুরআন শরীফের বাংলা তাফসীর ১ম পারা।

বন্দেগী সম্বন্ধে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে গবেষণা মূলক শিক্ষাঃ

প্রশ্ন : মানব জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : মানব জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। যথা : আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

অর্থ : আমি জীন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত বন্দেগী করার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি।

প্রশ্ন : বন্দেগী কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : বন্দেগী তিনি প্রকার। যথা ১। রুহানী বন্দেগী ২। জেসমানী বন্দেগী ৩। মালী বন্দেগী

প্রশ্ন : রুহানী বন্দেগী কাহাকে বলে?

উত্তর : কামেল মোর্শেদের মাধ্যমে ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করিয়া আমল করিলে রংহের যে বন্দেগী
হয়, তাহাকে রুহানী বন্দেগী বলা হয়। রুহানী বন্দেগী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন
“তাছাওউফ শিক্ষা” ১৫ খণ্ড।

প্রশ্ন : জেসমানী বন্দেগী কাহাকে বলে?

উত্তর : দেহ দ্বারা যে বন্দেগী করা হয়, উহাকে জেসমানী বন্দেগী বলা হয়। যথাঃ নামাজ, রোায়া, ওজু,
গোসল, পিতা-মাতার খেদমত করা ইত্যাদি। বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন “শরীয়ত বা
ইসলাম ধর্ম” নামক কিতাব।

প্রশ্ন : মালী বন্দেগী কাহাকে বলে?

উত্তর : আল্লাহর বিধান মোতাবেক জায়েজ পছ্যায় মাল আয় করা এবং আল্লাহর বিধান মোতাবেক
(কিতাবী ধারায়) মাল খরচ করাকে মালী বন্দেগী বলে।

প্রশ্ন : মালী বন্দেগীর ধারা কয়টি ও কি কি?

উত্তর : মালী বন্দেগীর ধারা তিনটি। যথাঃ ১। সংসারের জরুরী কাজে মাল খরচ করা ২। ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম
বিস্তার করার জন্য মাল খরচ করা ৩। মানুষের অভাব দূর করার জন্য মাল খরচ করা।

প্রশ্ন : সংসারের জরুরী খরচ বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর : সংসারের জরুরী খরচ বলতে বোঝায় খোরাক, পোশাক, ঘর, পর্দা, দ্বীন শিক্ষার জন্য শিক্ষকের
বেতন ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ ধর্ম বিস্তার ও ধর্ম রক্ষার জন্য কোন ফান্ড থেকে মাল খরচ করিবে?

উত্তরঃ ধর্ম বিস্তার ও ধর্ম রক্ষার জন্য পাঁচটি ফান্ডের মাধ্যমে মাল খরচ করিবে। যথা ৪১। রোজগার ফান্ড ২।

ফসল ফান্ড ৩। মুষ্ঠি চাউলের ফান্ড ৪। ওয়াক্ফ ফান্ড ৫। কলম ও বাক যুদ্ধ ফান্ড। প্রকাশ থাকে যে, ধর্ম বিস্তার ও ধর্ম রক্ষার জন্য উক্ত পাঁচটি ফান্ডের মাল/টাকা নায়েবে রচুলের হাতে অর্পন করিতে হইবে।

প্রশ্নঃ মানুষের অভাব দূর করার জন্য মাল খরচ করিবে কোন ফান্ড থেকে?

উত্তরঃ মানুষের অভাব দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা তিনটি ফান্ড নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। যথা ৪১। যাকাত ফান্ড ২। ছদ্কায়ে ফিত্র ফান্ড ৩। কোরবানীর চামড়া বিক্রির মূল্য। এই তিনটি ফান্ড বিশেষতঃ গরীব বা অভাবীদের জন্য নির্ধারিত। বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন “বন্দেগী প্রথম খন্দ”।

প্রশ্নঃ যাকাত গৎ, গরীব ফান্ডের টাকা কাহারা পাইতে পারে?

উত্তরঃ নিম্ন লিখিত আট দল লোক উক্ত গরীব ফান্ডের টাকা পাইতে পারে। যথা ৪১। ফোকারা ২। মাছাকীন ৩। ধর্ম সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যাকাত ইত্যাদি উপলক্ষ্যে কর্মচারী (আ'মেলীন) ৪। নওমুসলীম ৫। গোলাম আজাদ কার্য্যে ৬। কর্জ পরিশোধে ৭। আল্লাহ্ তা'য়ালার পথে ৮। বিদেশী মুহাফির। (প্রমাণে ছুরায়ে তাওবা ৬০ নং আয়াত)

১। দুখল নায়েবে রচুলের দরবারে

বার্ষিক মাহফিল ৭,৮,৩ এ

ফালগ্ন ও ২১,২২,২৩ শে

কার্তিক মাস।

২। মির্জাপুর তাছাও উফ মাদ্দাসার

বার্ষিক মাহফিল ফালগ্ন ও আষাঢ়

মাসের শেষ বৃহস্পতিবার, শুক্রবার,

শনিবার।

মানব জীবনের সূচনা ও মুরিলি-মক্ষুদ পর্যন্ত পথের ঘাটি সমূহ

আলমে আরওয়াহ
(রংহ সমূহের জগত)

পৃথিবীতে আগমনের জন্য
অপেক্ষমান রংহ সমূহের দেশ

আলমে দুনিয়া
(পার্থিব জীবন)

প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যু বরন করিতে হইবে

পূর্ণাঙ্গ ধীন ইসলাম আমলের জীবন

- ইবাদাত বন্দেগীর উদ্দেশ্যেই এই দুনিয়ায় মানুষের সৃষ্টি
- রুহানী বন্দেগী, • জিছমানী বন্দেগী
 - মালী বন্দেগী

আলমে বরঞ্চাখ

(কবর জগত) পরজগতের প্রথম ঘাটি
মৃত্যুর পর হইতে ময়দানে হাশরে
উঠার পূর্ব পর্যন্ত জীবন।

শেষ বিচারের অপেক্ষায় অবস্থান

- ইল্লীন (নেককারদের অবস্থান)
- সিজীন (বদকারদের অবস্থান)

ক্রিয়ামত ও পুনরুত্থান

হাশরের ময়দানে উপস্থিতি ও শেষ বিচার
(৫০ হাজার বৎসর)

ঈমান ও আমলের হিসাব গ্রহণ এবং
আল্লাহ কর্তৃক বিচার ও ফায়ছালা ঘোষণা

পুলসিরাত ৩০,০০০ হাজার বৎসরের রাস্তা

মর্যাদা অনুযায়ী জান্নাত (চিরস্থায়ী অবস্থান)

